৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১০

টপিক:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-১: উন্নয়ন পরিকল্পনা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, SDG, রূপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান, উন্নয়ন পরিকল্পনার স্তরবিন্যাস।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনার নাম	মেয়াদকাল	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৩ – ১৯৭৮	৫.৫ শতাংশ
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮ – ১৯৮০	–
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮০ – ১৯৮৫	৫.৪ শতাংশ
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৫ – ১৯৯০	৫.৪ শতাংশ
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০ – ১৯৯৫	৫ শতাংশ
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ১৯৯৭ – জুন, ২০০২	৭ শতাংশ
পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৫ – ২০১০	–
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-১	জুলাই, ২০০৫ – ২০০৮	–
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-২	২০০৯ – ২০১১	–
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ২০১০ – জুন, ২০১৫	৭.৩ শতাংশ
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ২০১৬ – জুন, ২০২০	৮ শতাংশ
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জুলাই, ২০২০ – জুন, ২০২৫	৮.৫১ শতাংশ

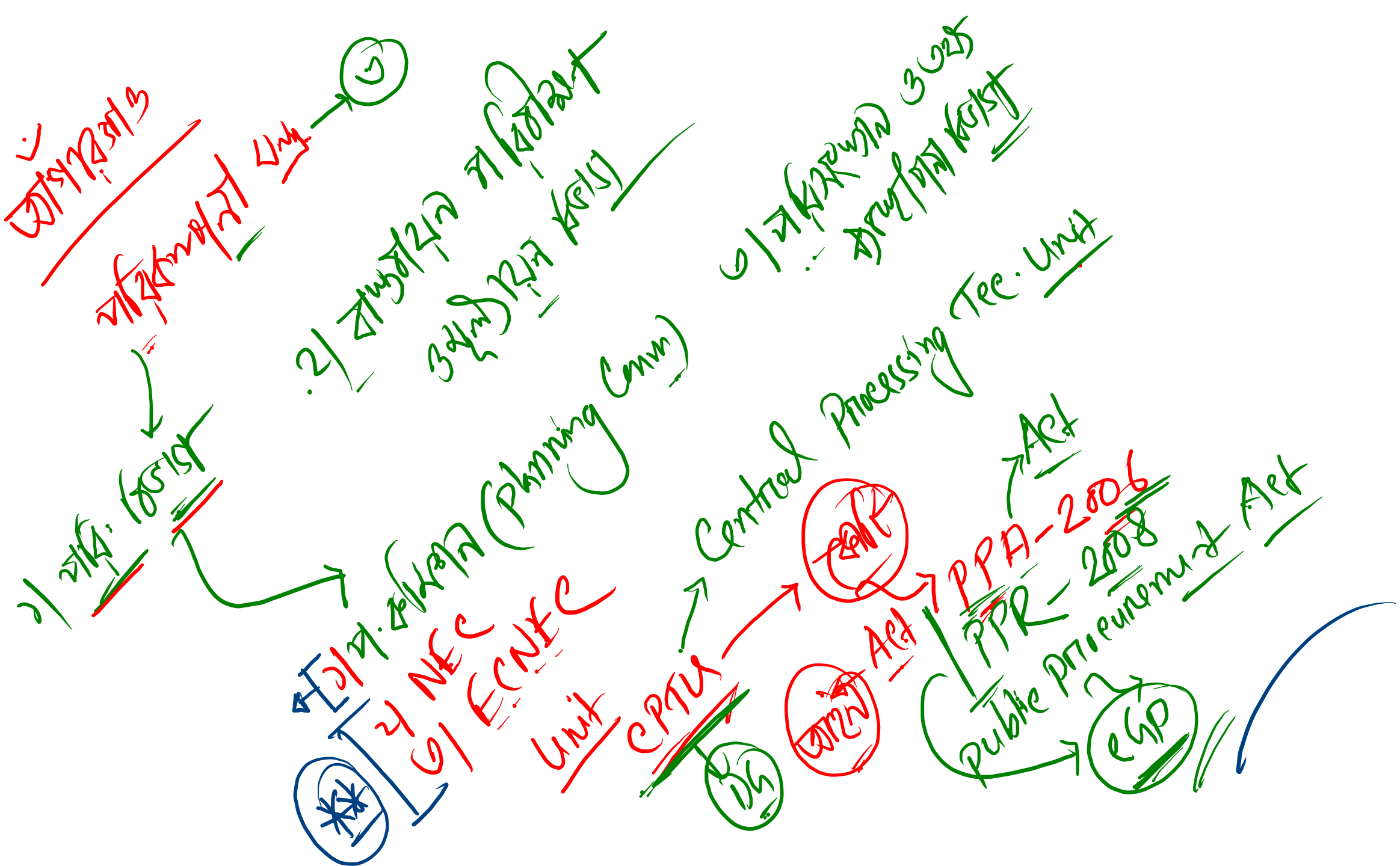

#.4A → [illegible]

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

❑ পরিকল্পনা কমিশন:

গঠন: ২৯-০১-২০০৯ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনকে নিম্নরূপে পূনর্গঠন করা হয়-

চেয়ারপার্সন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
ভাইস চেয়ারম্যান : পরিকল্পনা মন্ত্রী।
সদস্য : পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ।

❑ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ রয়েছে- ৬টি। যথা:

১. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,	৩. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ,	৫. কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
২. কার্যক্রম বিভাগ,	৪. শিল্প ও শক্তি বিভাগ,	৬. ভৌত অবকাঠামো বিভাগ।

[illegible]

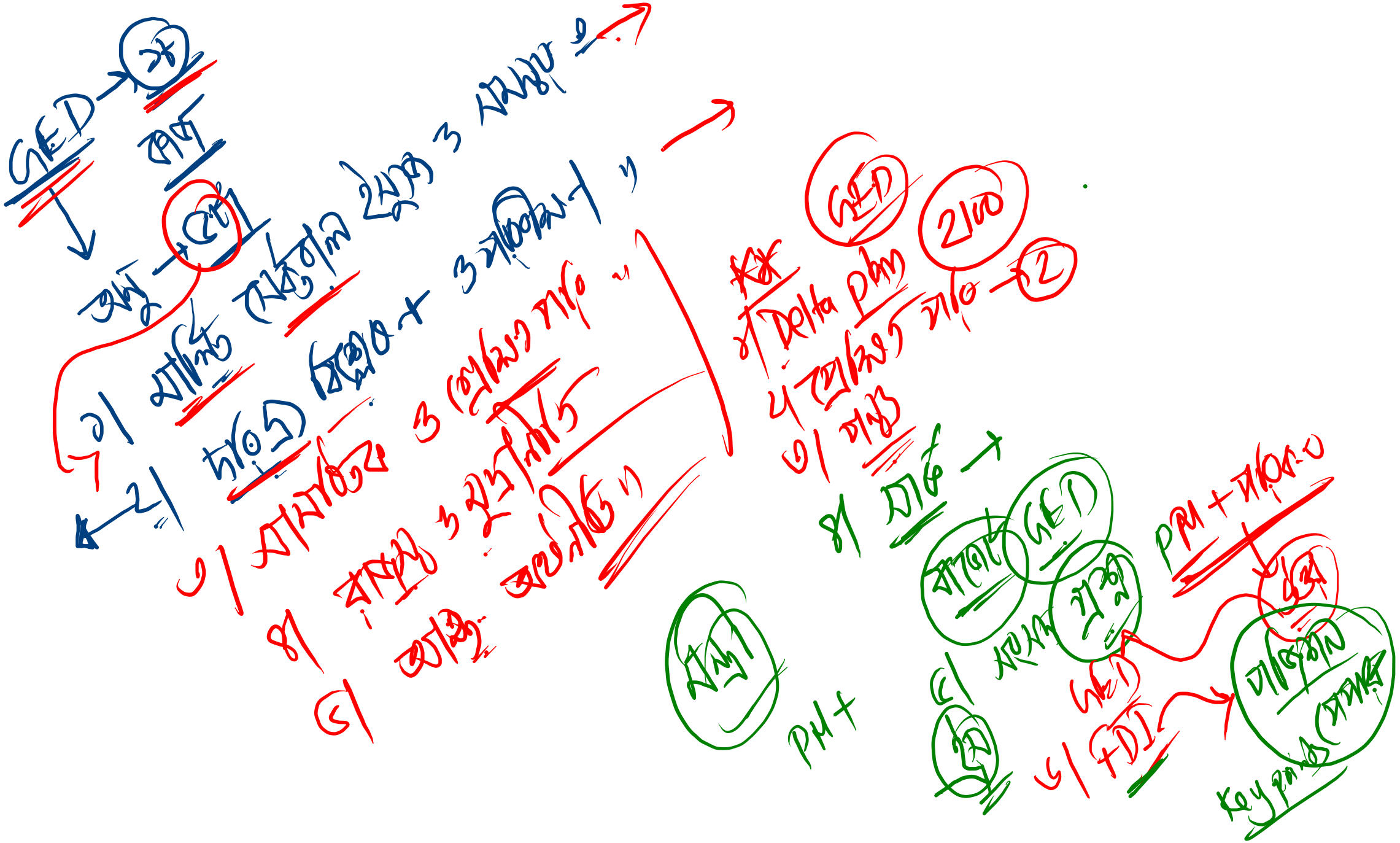

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

❑ **পরিকল্পনা কমিশনের কমিটিসমূহ:** (ক) NEC ও (খ) ECNEC।

(ক) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC):

- NEC এর পূর্ণরূপ National Economic Council. এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ।
- চেয়ারপার্সন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
- সদস্য: মন্ত্রিসভার সকল সদস্য।

❑ **NEC এর কার্যপরিধি:**

(১) দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপনের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা প্রদান;

(২) পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;

(৩) উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(৫) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

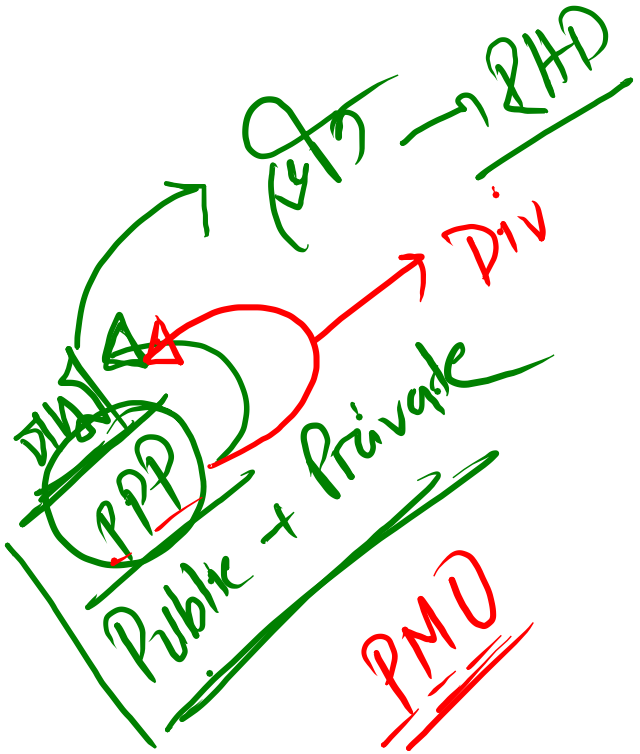
RHD
Div
PPP
Public + Private
PMO

(খ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC):

- Executive Committee of National Economic Council অর্থাৎ ECNEC হলো অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থা।
- সভাপতি/চেয়ারপার্সন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
- বিকল্প চেয়ারম্যান: মাননীয় অর্থমন্ত্রী।
- সদস্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিগণ।
- প্রতি মঙ্গলবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ECNEC এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

❑ ECNEC এর কার্যপরিধি:

(১) সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) বিবেচনা ও অনুমোদন;

(২) সরকারি খাতে ৫০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;

(৩) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৪) বেসরকারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানি সমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;

(৫) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারনী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা; এবং

(৬) বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থমন্ত্রণালয়

- অর্থ বিভাগ
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহ	কাজ
অর্থবিভাগ (Finance Division)	অর্থ ব্যয় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) (Economic Relation Division)	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনে প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের কাজ করে।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (IRD) (Internal Resource Division)	অভ্যন্তরীণ রাজস্ব, জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি, ভূমি রাজস্ব ব্যতীত আয়কর, কাস্টমস ডিউটি ফি, সকল কর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এই বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (BFID) (Bank & Financial Institution Division)	ব্যাংক, নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাপিটাল মার্কেট, বিমা খাত এবং মাইক্রোক্রেডিট খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা।

পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

সরকারের উন্নয়ন দর্শন বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেয় এবং তা GED এর কাছে প্রেরণ করে।

↓

GED প্রথমে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা পাঠিয়ে দেয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে।

↓

মন্ত্রণালয়গুলো প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে তা আবার GED এর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

↓

GED পরিকল্পনাগুলো নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধন করে তা NEC এর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

↓

NEC পরিকল্পনাগুলো তার সভায় উপস্থাপন করে। চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্য কতৃক পরিকল্পনাগুলো গৃহীত হলে তা ECNEC-এ পাঠিয়ে দেয়।

↓

ECNEC প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয় এবং পরিকল্পনাগুলোর অনুমোদন দিয়ে থাকে।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)/ ভিশন-২০২১

বাংলাদেশ ২০২১ সালে তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (৫০ বছর) উদ্‌যাপন করেছে। সুবর্ণজয়ন্তীর এই লগ্নে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে আমরা কোন অবস্থানে দেখতে চাই, সেটাই হলো ভিশন-২০২১ এর মূল কথা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সংজ্ঞা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ হলো আন্তঃখাত ও বহুমাত্রিক নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের সমন্বয়ে প্রণীত একটি ১১ বছর মেয়াদি পথ নকশা, যা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার মেয়াদকাল ছিলো ২০১০-২০২১ পর্যন্ত।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য

ভিশন-২০২১ এ মোট ২২টি লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে নির্দেশনা থাকলেও এর প্রধান লক্ষ্য হলো নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, যেখানে চরম দারিদ্র্য বিমোচিত হবে।

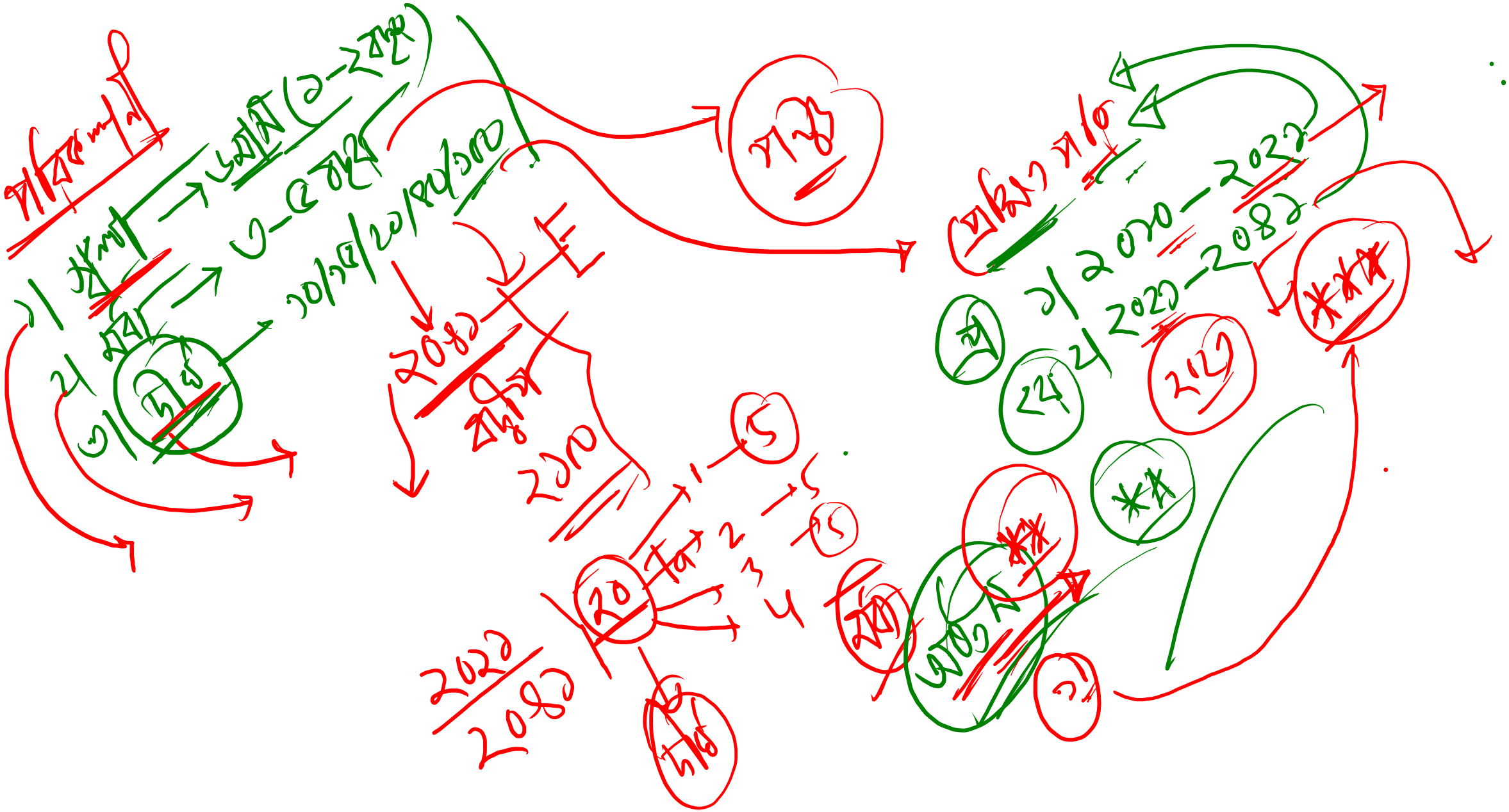

অর্জনসমূহ

নিম্নে প্রধান প্রধান লক্ষ্য সমূহের অর্জন উল্লেখ করা হলো:

- **প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা:** ২০১০ সালে প্রাথমিকে ভর্তির হার ২০২৪ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য নেয়া হয়। তবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর পূর্বেই প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় ৯৮ শতাংশে উন্নীত করে।

প্রাথমিকে ভর্তির হার			সাক্ষরতার হার	
২০১০	৯৪.৮%		২০০৭	৫৩.৯%
২০২০	৯৭.৮১%		২০২১	৭৫.২%

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২]

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)/ ভিশন-২০২১

➢ **অর্থনৈতিক অগ্রগতি:** ২০০৮ সালে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিলো ৬.৫%। ২০১৯ সালে তা দাঁড়ায় ৮.১৩% তবে করোনা মহামারীর প্রভাবে ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩.৫১% ও ৫.৪৭%।

এছাড়াও জাতীয় আয়ে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের হিস্যা:

খাত	লক্ষ্য (২০১৫)	অর্জন (২০২১)
কৃষি	১৫%	১৩.৩৫%
শিল্প	৪০%	৩৫.৩৬%
সেবা	৪৫%	৫১.৩০%

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২]

➢ **দারিদ্র্য বিমোচন:** দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে ২০২২ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২০.৫% ও ১০.৫%।

➢ **খাদ্য নিরাপত্তা:** সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)/ ভিশন-২০২১

- **স্বাস্থ্য ব্যবস্থা:** ২০২২ সালে দেশের জনগণের গড় আয়ু দাঁড়ায় ৭২.৮ বছরে। এছাড়াও নিরাপদ সুপেয় পানি গ্রহণকারী প্রায় ৯৮.১ শতাংশ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় ৮১.৫ শতাংশ জনগণ এবং শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২১ জন। তাছাড়াও সংক্রামক ব্যধি নিরসনে সরকার বর্তমানে EPI ভুক্ত ১০টি টিকার পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে নানান টিকা সরবরাহ করছে।
- **শ্রমশক্তি:** খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার নিম্নরূপ:

খাত	লক্ষ্য	অর্জন (২০২১)
কৃষি	৩০%	৪০.৬%
শিল্প	২৫%	২০.৪%
সেবা	৪৫%	৩৯%

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২]

PM

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)/ ভিশন-২০২১

- **শক্তি সম্পদ:** ২০২১ সালের মধ্যে ২০০০০ মে.ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য মতে ১৬ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ২৫,২৩৫ মে.ওয়াটে। এছাড়াও ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন।
- **ডিজিটাল বাংলাদেশ:** ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে সরকার ই-গভর্নেন্স, ই-নথি ইত্যাদি সহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ২০০৬ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল ১৫ লক্ষ, কিন্তু বর্তমানে (২০২২) তা ১৩ কোটি। এছাড়াও ২০০৬ সালে মোবাইল ব্যবহারকারী ছিল ২ কোটি, তবে ২০২২ সালে তা দাঁড়ায় প্রায় ১৮ কোটিতে। অধিকন্তু সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার পার্ক, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সহ নানাবিধ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ তার ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। করোনা মহামারীর প্রভাবে দেশের অগ্রযাত্রা কিছুটা বিঘ্নিত হলেও নানান পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সরকার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। এরই মধ্য দিয়ে সুবর্ণজয়ন্তীর সময়কালে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে।

[দ্রষ্টব্য: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্জন ও ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অর্জন একই।]

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

মেয়াদ

২০ বছর মেয়াদি (৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED). চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হলো:

১. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০ – জুন, ২০২৫) সাল।	২. নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২৫ – জুন, ২০৩০) সাল।
৩. দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০৩০ – জুন, ২০৩৫) সাল।	৪. একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০৩৫ – জুন, ২০৪০) সাল।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ ৪টি। যথা- ১. সুশাসন ২. গণতন্ত্রায়ন ৩. বিকেন্দ্রীকরণ ৪. সক্ষমতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- দারিদ্র্য দূর করে সোনার বাংলা গঠন।
- সুশাসন আরও সুসংহত করা।
- একটি আধুনিক ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠন।
- টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

প্রধান অভীষ্টসমূহ

১. ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

২. বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীত। দারিদ্র্য অভীষ্ট নিম্নরূপ:

বিষয়	ভিত্তি বছর (২০২০)	অভীষ্ট ২০৩১	অভীষ্ট ২০৪১
মাথাপিছু আয়	২০৬৪ USD	৫৯০৬ USD	১২,৫০০ USD
GDP প্রবৃদ্ধি	৮.২%	৯.০%	৯.৯%
দারিদ্র্যের হার	১৮.৮%	৭.০%	<৩.০%
চরম দারিদ্র্যের হার	৯.৪%	২.৩%	<১.০%

৩. পরিবেশ সুরক্ষা।

৪. উদ্ভাবনী জ্ঞানের বিকাশ।

৫. অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

এছাড়াও –

- ✓ মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে ৮০ বছর (প্রায়)।
- ✓ শিশু মৃত্যু হার হবে প্রতি হাজারে ৪ জন।
- ✓ মূল্যস্ফীতির হার হবে ৪.৫ শতাংশ।
- ✓ আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১০% ও ১১% হবে।
- ✓ গ্রামেই শহরের পরিবেশ পাবে ৮০% মানুষ।
- ✓ FDI হবে মোট GDP এর ৩% যা বর্তমানে ১%।
- ✓ প্রবাসী আয় হবে GPD এর ২%।
- ✓ বর্তমান বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত ৩২.৭৬% হলেও ২০৪১ সালের মধ্যে তা ৪৬.৮৮% এ উন্নীত করা হবে।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

- **সুশাসন প্রতিষ্ঠা:** বিচার ব্যবস্থা, গণমুখী জনপ্রশাসন, দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ করা হবে।
- **গণতন্ত্রায়ন:** বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের উপস্থিতি থাকবে, যেখানে সকল নীতি ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটবে এবং সব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে।
- **বিকেন্দ্রীকরণ:** তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** এর উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতির সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর কৌশলগত সম্পর্ক বৃদ্ধি, সম্পদ উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

- **আর্থিক পরিচালন কৌশল**

▪ কর-জিডিপির অনুপাত জিডিপির ২০% এ উন্নীতকরণ, যা বর্তমানে ৯%।	▪ মূল্যস্ফীতির কাঙ্ক্ষিত হার বছরে ৪.৫% এ রাখা।
▪ প্রত্যক্ষ কর (আয়কর ও কর্পোরেট কর) এবং VAT এর উপর জোর দেয়া।	▪ সুসমন্বিত মুদ্রা ও আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন করা।
▪ সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।	▪ সরকারি ব্যয় আরও দরিদ্রমুখী ও পরিবেশ বান্ধব করা।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

- **সঞ্চয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** ২০৪১ সালের মধ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬.৮৮% এবং গড়ে ৪০% ধরা হয়েছে। এজন্য
- অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে।
- বৃহৎ অবকাঠামোতে সরকারি অর্থায়ন বাড়াতে হবে।
- **দারিদ্র্য শূন্য দেশ**
- ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ন্যূনতম (<১%) নামিয়ে আনা।
- ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (<৩%) আনা।
- **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বাংলাদেশ বর্তমানে Demographic Dividend (১৫-৬৪ বছর) সুবিধায় আছে। এ সুবিধাকে **কার্যকর করার লক্ষ্যে –**
- সাশ্রয়ী ব্যয়ে সকলের জন্য চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা।
- সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য বিমা স্কিম ও সকল কর্মীকে এর আওতায় আনা নিশ্চিত করতে হবে।
- ১২ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা।
- একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা।
- শতভাগ সাক্ষরতা।
- কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়া।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

➢ পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই কৃষি

- ✓ লবণাক্ত সহিষ্ণু শস্যজাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার প্রসার।
- ✓ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি।
- ✓ শস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি।
- ✓ টেকসই উপায়ে নিবিড় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার।
- ✓ কৃষিজ উৎপাদন ও জীবিকার বহুমুখীকরণ।
- ✓ উন্নত আগাম আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থার জোরদার।

➢ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাণিজ্য

- ✓ বাণিজ্য উদারীকরণ ও শিল্প বাণিজ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবন।
- ✓ বাণিজ্য সহায়ক সেবার গতি বৃদ্ধি করা।
- ✓ ক্ষুদ্র বহুজাতিক উদ্যোগের উদ্ভব ও বিকাশ।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

➢ কর্মসংস্থানের সমস্যা মোকাবিলায় কৌশল

- ✓ প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি সনদের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা।
- ✓ শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বর্তমান ৩৩% হতে ৪৫% করা।
- ✓ দক্ষতা নির্ভর কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
- ✓ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।

➢ টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- ✓ আগামী ২০ বছরের (২০২১-৪১) মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবছর গড়ে ৩১০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধির মাধ্যমে ৬০০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ✓ নবায়নযোগ্য খাত হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ✓ প্রাথমিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।
- ✓ এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ।

➢ ডিজিটাল সুবিধাদি ও উদ্ভাবন

- ❖ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযুক্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন।
- ❖ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া।
- ❖ ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজার ব্যবস্থা অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করা। তাছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও থ্রি-ডি প্রিন্টিং এর মতো প্রযুক্তি বর্তমানে কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা থেকে শুরু করে সবকিছুর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছে। এজন্য –
  - ✓ নতুন নতুন সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সেবা প্রদান।
  - ✓ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে শ্রম-সুবিধার সংমিশ্রণ ঘটা।
  - ✓ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চৌকস যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এগিয়ে নেয়া।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)/ ভিশন-২০৪১

➢ **নগরায়ন ব্যবস্থা:** ২০৪১ সাল নাগাদ ৮০% জনগণ নগরে বাস করবে। নগরের ভৌত ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হবে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বস্তি থাকবে না, উন্নত মানের সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়াও –

✓ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

✓ Good Governance প্রতিষ্ঠা করা।

✓ জেন্ডার সমতা ও অনগ্রসরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

✓ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ১৫টি মূল চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বাস্তুহারা, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, শরণার্থী বৃদ্ধি পাবে।

২. LDC থেকে উত্তরণের পর চ্যালেঞ্জ : মোট রপ্তানি ১১% হ্রাস পেতে পারে।

৩. রপ্তানি বহুমুখীকরণের চ্যালেঞ্জ : ক. রপ্তানি পণ্য বৃদ্ধি। খ. রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ।

৪. GDP-র ব্যবহার বৃদ্ধি : সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য সামনের দিনে GDP অনুপাতের ১৭% কর আদায়ে উন্নীত করতে হবে।

৫. করোনা মহামারী ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব পড়বে।

পরিশেষে, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন নিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের 'উন্নত সমৃদ্ধ দেশ' হিসেবে গড়ে তোলার একটি স্বপ্নের দলিল।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতার হাত ধরে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যা গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ এ ECNEC এ অনুমোদিত হয়। যার মেয়াদকাল জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫। প্রস্তাবিত শ্লোগান: "দক্ষতার উন্নয়নে বিনিয়োগ"। দেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবকে সামনে রেখে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতেই দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি কীরূপ অর্জিত হবে তা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

- গুরুত্ব পাচ্ছে : ২টি বিষয় (১. ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি ও ২. অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি)
- বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে : গ্রামীণ রূপান্তর (কারণ, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার ছিলো "আমার গ্রাম হবে, আমার শহর।")

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য/অভীষ্ট ও বৈশিষ্ট্য

১. **দারিদ্র্যের হার :** ২০২৫ সালে দারিদ্র্য ১৫.৬%, অতিদারিদ্র্য – ৭.৪%।

২. **কর্মসংস্থান হবে :** মোট ১ কোটি ১৩ লাখ। যার মধ্যে দেশীয় ৮০.৫ লাখ ও বৈদেশিক ৩২.৫ লাখ।

৩. **বার্ষিক গড় GDP প্রবৃদ্ধি :** ২০২৫ সালে ৮.৫১% এবং গড়ে প্রবৃদ্ধি ৮%। মূল্যস্ফীতি ৪.৪৮%।

৪. **বিনিয়োগ :** ২০২৫ সালের মধ্যে বিনিয়োগ GDP এর ৩৭.৪% এ উন্নীতকরণের জন্য ৭৭ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে যার ৭৬% বেসরকারি খাতে।

৫. **জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা:** এ লক্ষ্যে Delta Plan-2100 এর কার্যক্রম শুরু হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক হতে।

৬. **সবার সমান সুবিধা নিশ্চিত :** এর জন্য সাম্য ও সমতা নিশ্চিত।

৭. **মানবসম্পদ উন্নয়ন :** প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে ৭৪ বছর ও মাথাপিছু আয় ৩১০৬ ডলার হবে।

৮. **গ্রামীণ উন্নয়ন :** গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

৯. **শক্তি সম্পদ :** বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০০০ মেগাওয়াট হবে।

১০. **অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় :** এর বাস্তবায়ন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৪৯৫৯৮০ কোটি টাকা। যার ৮৫.৫% অভ্যন্তরীণ ও ১১.৫% বৈদেশিক উৎস হতে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

চ্যালেঞ্জসমূহ:

- করোনা মহামারীর প্রভাব।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব।
- মূল্যস্ফীতিজনিত প্রভাব।

শেষকথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ECNEC এ অনুমোদনকালে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনে খুব কার্যকর হবে।"

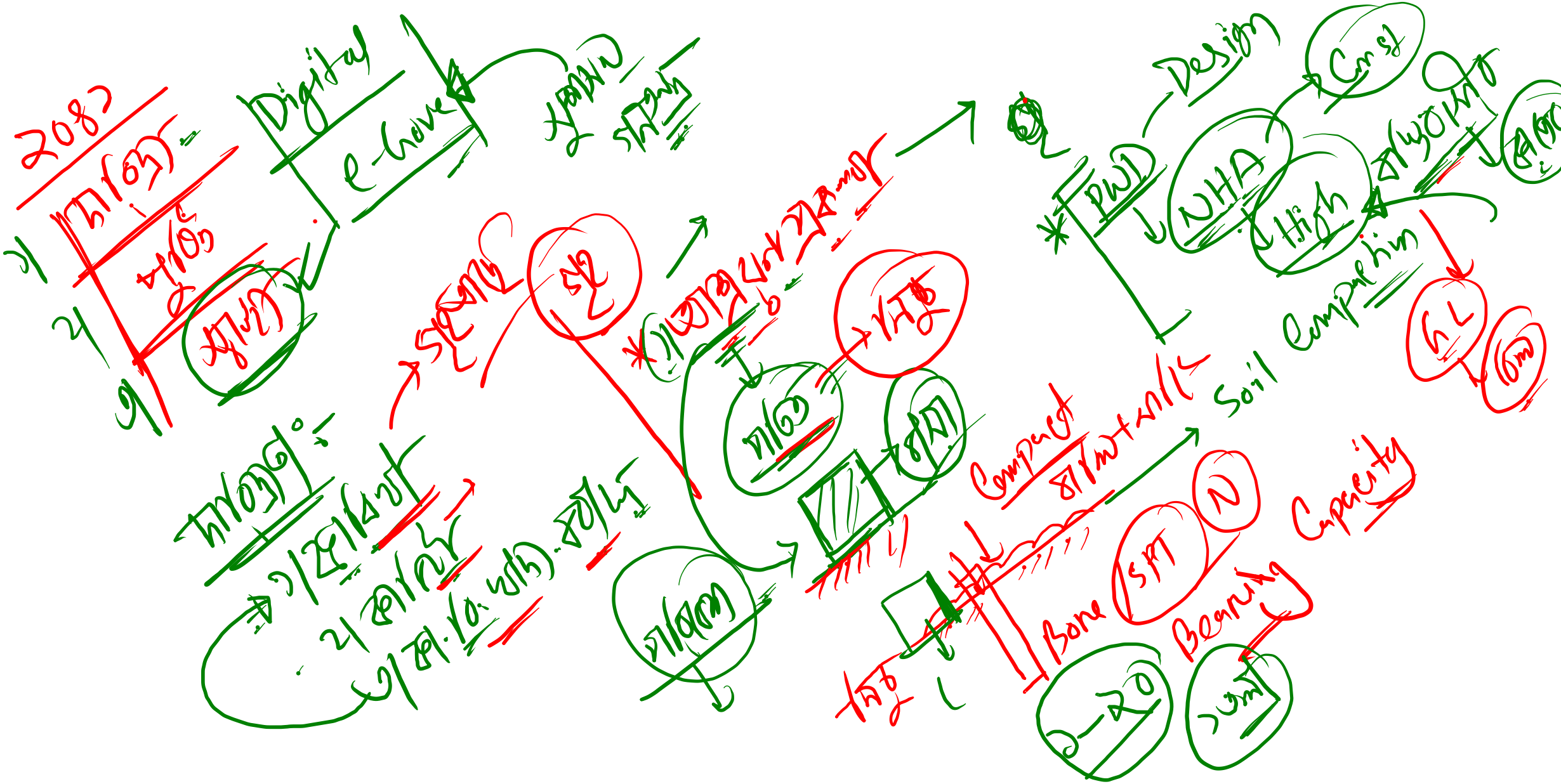

২০৪১

১।
২।
৩। স্মার্ট

Digital
e-Gove

*

PWD
Design
Const
NHA
High

Soil Compaction

GL
6m

Compact

Bore
SPT
N
0–20

Bearing Capacity

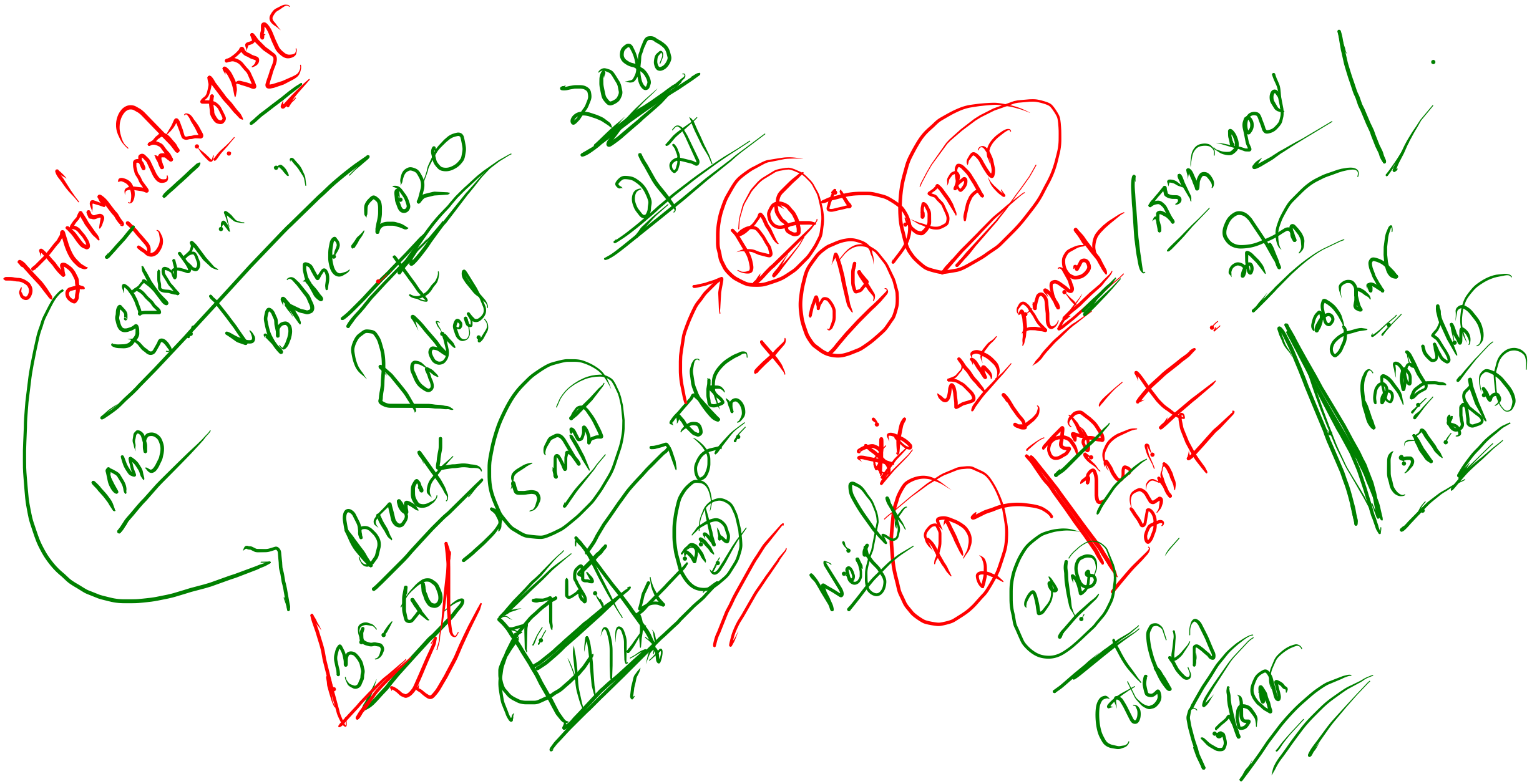

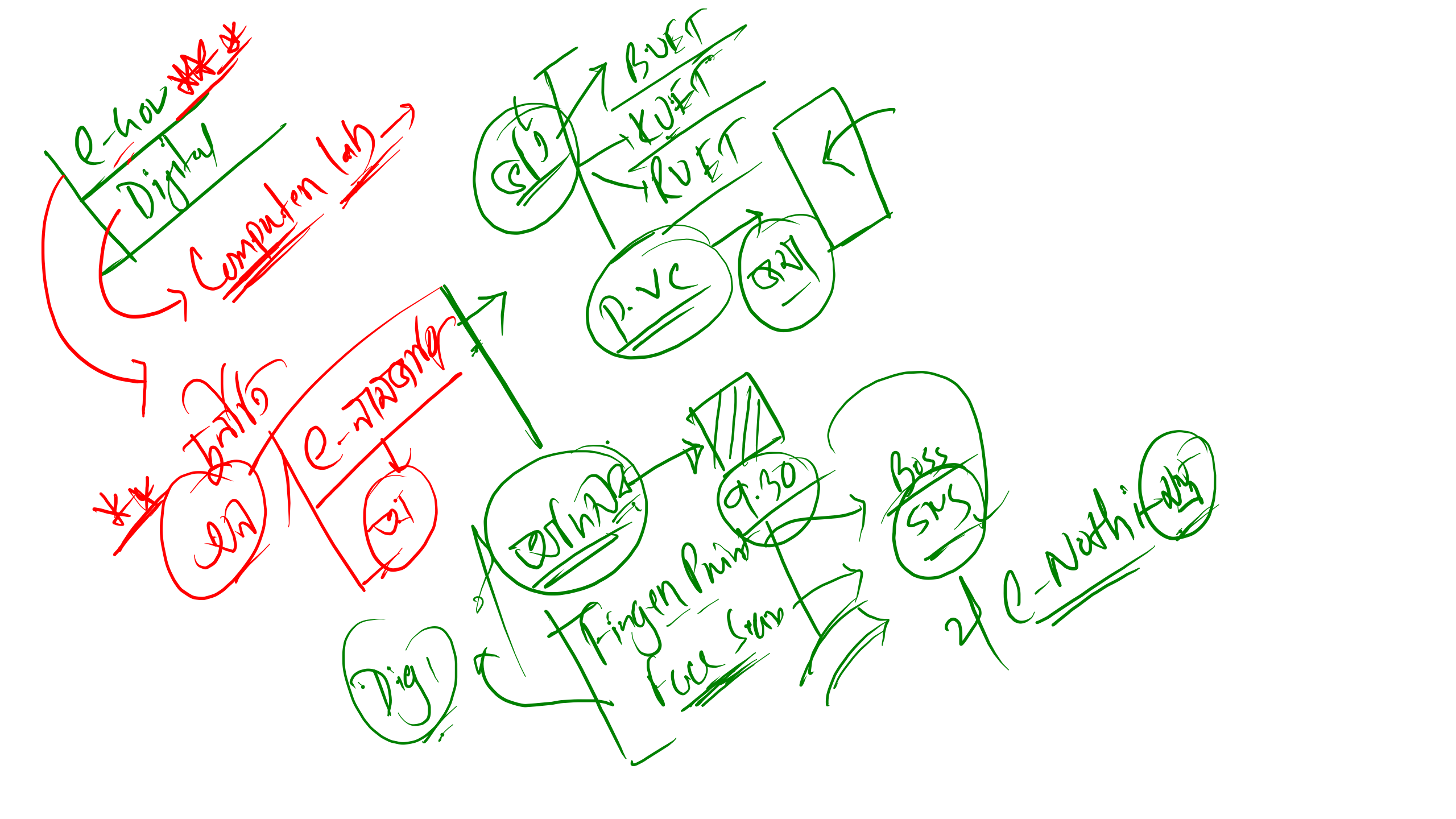

e-Gov
Digital
Computer lab
BUET
KUET
RUET
D.VC
9.30
Finger Print
Face Scan
Boss
SMS
e-Nothi

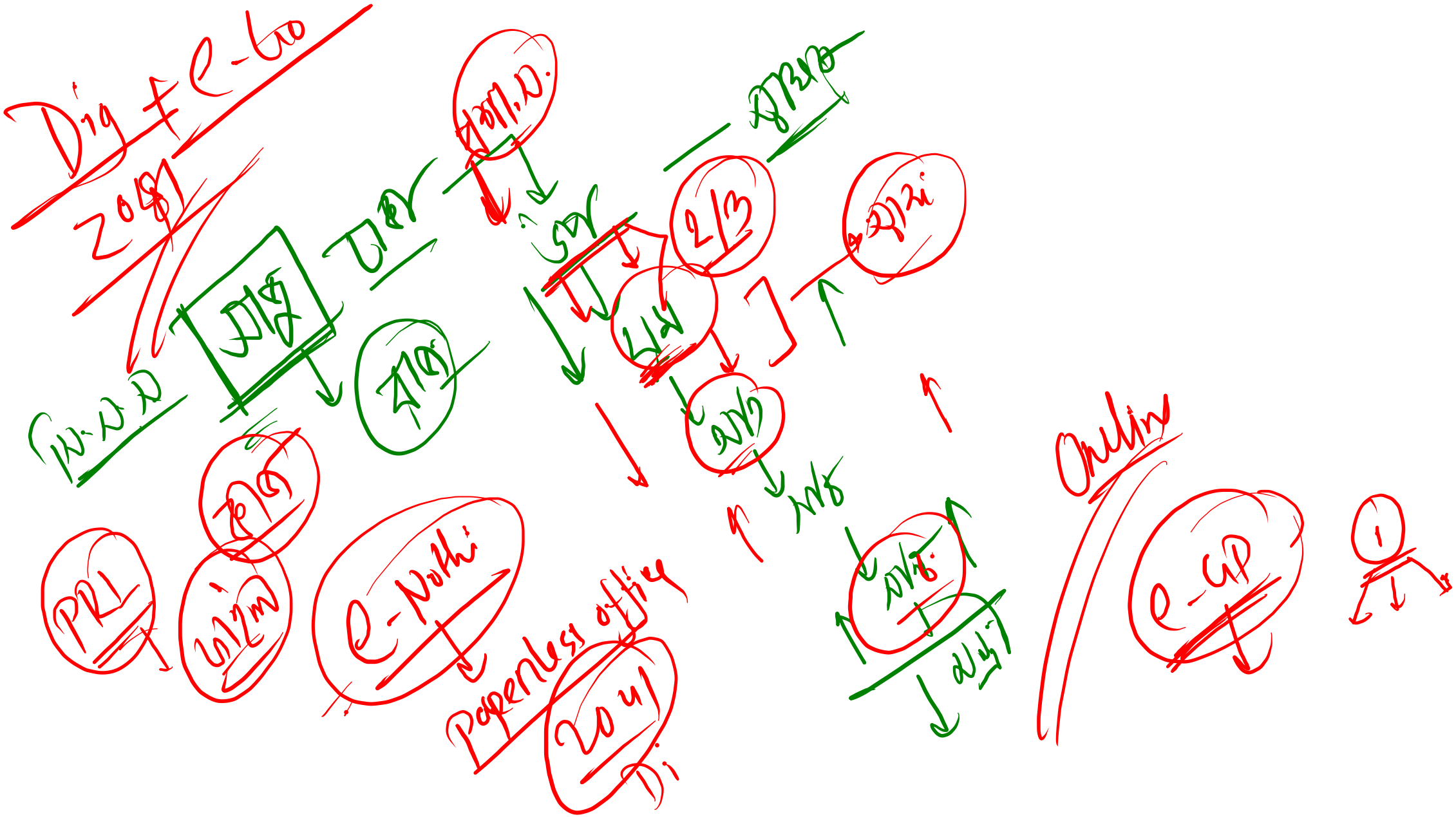

Dig f E-Go
PRL
e-Nothi
Paperless office
Online
e-GP

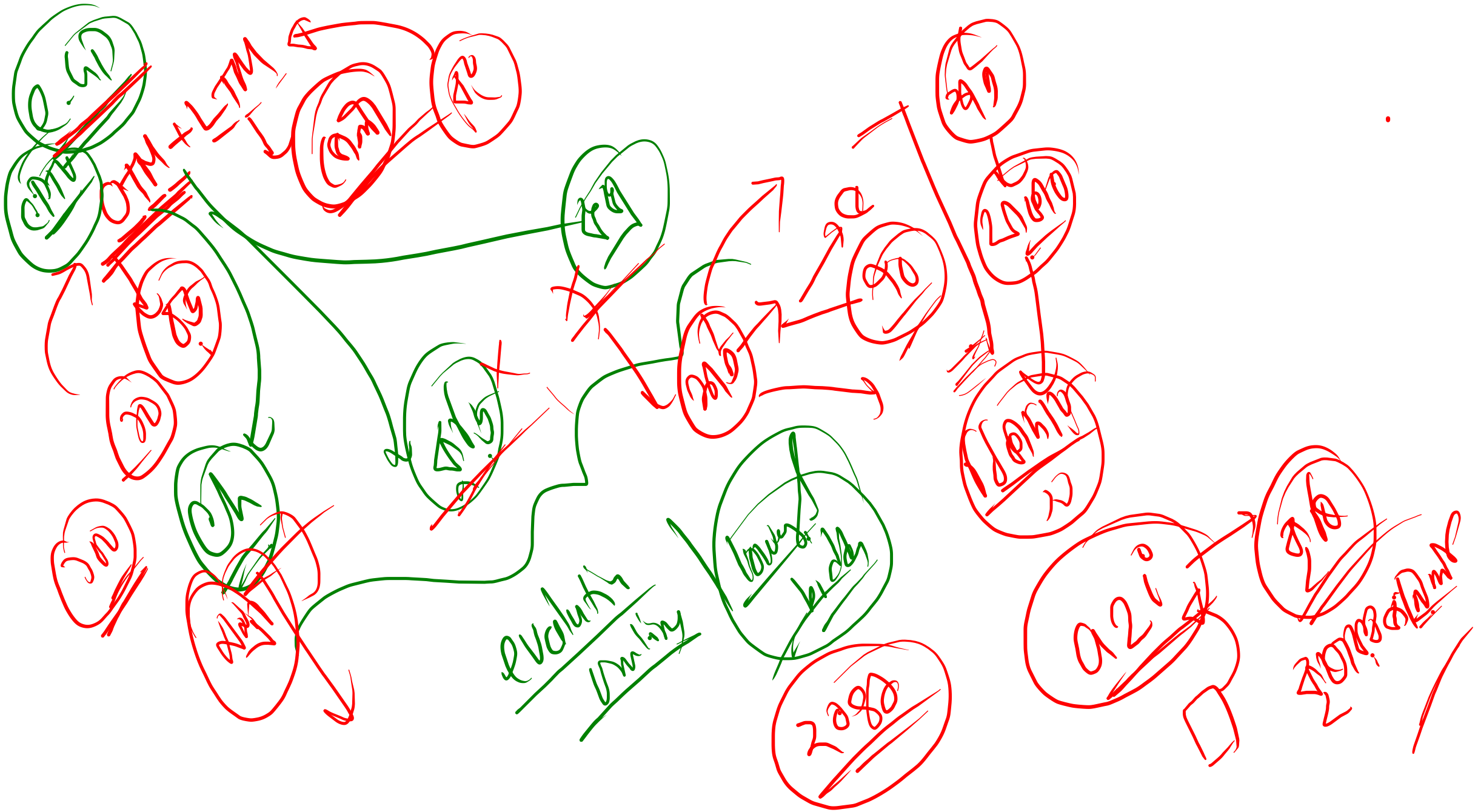

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

টেকসই উন্নয়ন:

'Our Common Future' এর মতে "Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার সাথে আপস না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর সক্ষমতার উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

২০০০-২০১৫ সাল সময়কালে Millennium Development Goals (MDGs) এর সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), অনুষ্ঠানে টেকসই উন্নয়ন বা SDGs এর ধারণার উদ্ভব ঘটে, যা কার্যকর হয় ২০১৫ সালে।

- SDGs এর মূলমন্ত্র হলো: 'Leave no one behind'.
- মোট Goal/অভীষ্ট: ১৭টি, UNDP'র মতে যার নাম 'Global Goals'.
- Targets/লক্ষ্যমাত্রা: ১৬৯টি।
- Indicators/সূচক: ২৩২টি।
- সময়কাল: জানুয়ারি, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০৩০।
- Headline: "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development."
- মূল উদ্দেশ্য/ক্ষেত্র: 5P→ People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership.

বাংলাদেশ ও এসডিজি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "এসডিজি সূচকে এগিয়ে থাকা শীর্ষ তিন দেশের একটি হলো বাংলাদেশ।" "Sustainable Development Report-2021" অনুসারে বিশ্বের ১৬৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম।

- ❖ SDGs এর প্রধান সমন্বয়ক: ড. মো: আবুল কালাম আজাদ।
- ❖ বাংলাদেশ সরকারের দেয়া ১৯টি গোলের মধ্যে ১৫টিই জাতিসংঘ SDGs এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- ❖ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় SDGs এর ১১টি গোল গ্রহণ করে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে সবগুলো গোল বাস্তবায়ন করছে।
- ❖ এসডিজির টার্গেটসমূহ Annual Performance Agreement (APA) তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ❖ সরকার ২০২০ সালে SDGs Progress Report ২০২০ প্রকাশ করেছে।

এসডিজির লক্ষ্যসমূহ ও বাংলাদেশের গৃহীত কর্মসূচি

গোল - ০১: দারিদ্র্য বিলোপ: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান।

লক্ষ্যমাত্রা (Targets):

১. বর্তমানে বিশ্বের প্রতি ১০ জনের ১ জন প্রতিদিন জীবিকা নির্বাহের জন্য ১.২৫ ডলার এর কম ব্যয় করতে সক্ষম, যাকে চরম দারিদ্র্য বলে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

২. দরিদ্র মহিলা, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪. দারিদ্র্য দূরীকরণে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. বাংলাদেশে প্রতিদিন ১.৯০ মার্কিন ডলারের কম (PPP ভিত্তিতে) ব্যয় চরম দারিদ্র্য বলে ধরা হয়। ২০১০ সালে চরম দারিদ্র্য ছিল ১৮.৫% যা ২০২২ সালে ১০.৫%, বর্তমানে ৫.৬% (এপ্রিল ২০২৩) এবং ২০৩০ সালে হবে ২.৩%।

২. ২০১০ সালে দারিদ্র্য ছিল ৩১.৫%, যা ২০২২ সালে ২০.৫%। বর্তমানে ১৮.৭% (এপ্রিল ২০২৩) এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৯.৭% কমিয়ে আনার লক্ষ্য সরকারের।

৩. ১২০টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান আছে।

৪. SDGs স্থায়ীকরণের কাজ চলছে।

গোল – ০২: ক্ষুধামুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।

লক্ষ্যমাত্রা:

২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা মুক্তি, অপুষ্টি দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. ২০২০ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ২০৩০ সালের মধ্যে অপুষ্টির হার ১০% এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার কাজ করছে।

২. বাংলাদেশ ২০১৩ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

৩. ৫ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা –

সাল	পুষ্টিহীনতার হার
২০১৬	১৬.৪%
২০১৮	১৪.৭%

গোল – ০৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সকল বয়সি সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে ১ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যুহার হাজারে ১২ জনের কমে আনা।
২. ৫ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার হাজারে ২৫ জনের কম।
৩. মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ৭০ জনের কম।
৪. বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. বর্তমানে ১ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৫ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সি প্রতি হাজারে ২১ জন।
২. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২ অনুসারে, মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ১৬৫ জন।
৩. দক্ষ ডাক্তার দ্বারা মাতৃসেবার হার ২০১৯ এ ছিল ৫৯% যা ৬৫% এ উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে।
৪. বর্তমানে ডাক্তার প্রতি রোগীর সংখ্যা ১৮৪৭ জন।

গোল – ০৪: গুণগত শিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় ছেলে মেয়ে সমান উপস্থিতি।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে বিনামূল্যে সকলের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুসারে, স্বাক্ষরতার হার ৭৫.২%।

২. বর্তমানে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা

পর্যায়	২০১৫	২০১৯	২০২৩
প্রাথমিক	১.০৮	১.০৭	১.০২৭
মাধ্যমিক	১.১৩	১.১৯	১.২৪

৩. বিনামূল্যে বই বিতরণ, মিড ডে মিল ও টিফিন ভাতাসহ সরকার মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।

৪. বছরের প্রথম দিনে সারাদেশে বই বিতরণ কার্যক্রম চালু।

গোল – ০৫: লিঙ্গ সমতা

লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ রোধ।
২. সর্বত্র নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ।
৩. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অর্জন:

১. ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জেন্ডার বাজেট বৃদ্ধি পায় ৪৩%।
২. Gender Gap Index-2022 এ বাংলাদেশ ৭১তম (১৫৩টির মধ্যে) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নারী বৈষম্য রোধে প্রথম বাংলাদেশ।
৩. নারীকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য চাকরির বাজারের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষিত হয়েছে কোটা। ২০১০ সালে প্রায় ১৬.২ মিলিয়ন নারী শ্রমশক্তিতে থাকলেও ২০২২ সাল নাগাদ তা হয় প্রায় ২০ মিলিয়ন।
৪. জাতিসংঘের CEADAW সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্যরোধে ও নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নিয়েছে।
৫. বর্তমানে নির্বাচিত ২২ জন ও সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ ৭২ জন সংসদ সদস্য নারী (২১.৬৮%), ৫ জন মন্ত্রী রয়েছে এবং সংসদের স্পিকার একজন নারী। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীও নারী।

গোল – ০৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী নিশ্চিতকরণ।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. ২০২২ সালের মধ্যে সুপেয় পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৮.৩ শতাংশ।

২. ২০২২ সালে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮১.৫ শতাংশ, যা ২০৩০ সালেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

৩. ৭৪.৮% পরিবার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার অনুশীলন করে।

গোল – ০৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে টেকসই জ্বালানি (পরিবেশবান্ধব) নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. Power cell এর তথ্যানুযায়ী (২১ মার্চ, ২০২২) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে শতভাগ জনগণ।

২. "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার ২০২১ সালের মধ্যেই ১০০% জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুতের আওতায় এনেছে।

৩. বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৯০৯ মেগাওয়াট, যা মোট উৎপাদনের ৪%। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৪০% এ নিতে কাজ করছে।

গোল – ০৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০২০ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩% কমানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা।

২. ২০৩০ সালের মধ্যে GDP Growth গড়ে ৭% রাখা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. ২০১৭ সালে BBS এর জরিপে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল ৪.২ শতাংশ। সর্বশেষ জরিপে তা কমে ৩.৬ শতাংশে দাড়িয়েছে।

২. ICT উন্নয়নের ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে ২ লক্ষ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্টের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার কাজ করছে।

৩. ২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গড় GDP প্রবৃদ্ধি ৬.৬% এর উপরে।

৪. বাংলাদেশ বর্তমানে GDP প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বে তৃতীয়।

গোল – ০৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্তি মূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ।

৯ শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

লক্ষ্যমাত্রা:

১. স্থিতিশীল উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. আইসিটি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাইটেক পার্ক, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ফাস্ট ট্রাক প্রজেক্ট, a2i, প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২. বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ, সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়া।

৩. 4G ও 5G প্রযুক্তি চালুকরণ।

গোল – ১০: অসমতার হ্রাস

অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. মাথাপিছু আয়সীমার মধ্যে নিচের দিকে থাকা ৪০% এর আয় গড় জাতীয় আয়ের উপরে নিয়ে আসা।
২. বিদেশ থেকে Remittance পাঠানোর ব্যয় ৩% এর মধ্যে রাখা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. Commitment to Reducing Inequality (CRI) সূচকে ২০২২ সালে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭তম। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয়।
২. প্রবাসী ও তাদের পরিবারগুলোকে নিরাপদ অভিবাসন ও সুরক্ষা নিশ্চিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ অনুমোদন করেছে।
৩. বর্তমানে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠালে ক্ষেত্র বিশেষে ২% পর্যন্ত প্রণোদনা পাওয়ার কার্যক্রম চলমান।

গোল – ১১: টেকসই নগর ও জনপদ

অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. মানব বসতি শহরগুলোকে নিরাপদ ও টেকসই করা।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. বাংলাদেশে শহরে প্রায় ৪৪% মানুষ অস্থায়ী আবাসনে বসবাস করে এবং প্রায় ২৯% আধা স্থায়ী আবাসনে বাস করে।

২. সরকারের "আমার গ্রাম আমার শহর" আশ্রয়ণ প্রকল্প-১, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, রাজউক নিরাপদ বসতি ও টেকসই শহর নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।

৩. ২০৩৫ সালে প্রায় ৫০% মানুষ শহরে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৮০% মানুষ শহরে বাস করবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে।

৪. দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১ – ২০৪১) এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০-তে নগর পরিবেশের স্থায়িত্ব, মান উন্নয়ন এবং টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিগত মৌলিক সুপারিশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকাভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ করা।

৬. ভূমিকম্প সহনশীল ভবন নির্মাণ করা।

গোল – ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. উৎপাদন ও সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. যশোর শহরটি সম্প্রতি স্মার্ট সিটি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

২. সিলেট সিটি কর্পোরেশন গ্রিন সিটি ধারণা এবং নাগরিকদের উদ্যোগে বর্জ্য ব্যবহার করে সার উৎপাদন করছে।

৩. গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ।

গোল – ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম:

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. ২০৩০ সালের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ।

২. টেকসই অভিযোজন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩. সকল জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. ২০২০ সালের মধ্যে UNFCCC এর মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ হতে তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ১০০ বিলিয়ন ডলার আদায়।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্বের ভূমিকাস্বরূপ ৪৮টি দেশের জোট CVF (Climate Vulnerable Forum) এর ২০২০-২২ মেয়াদে সভাপতি ছিল বাংলাদেশ।

২. Disaster Risk Reduction Strategies of Bangladesh (2016-2030) প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ।

৩. Mujib Climate Prosperity Plan নামে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে UN কর্তৃক নির্ধারিত NDC (Nationally Determined Contribution) মূল্যায়ন হবে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রণয়ন করার মাধ্যমে Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) গঠন করে। ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত এতে মোট ৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

৫. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১ কোটি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

৬. জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য দেশের প্রথম ও বিশ্বের বৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্প 'খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প' করা হয়।

৭. আশ্রয়ণ প্রকল্প – ২ (২০১০-২০২৪) এর মাধ্যমে মোট ৮.৮২ লাখ পরিবারকে এর আওতায় আনা হবে। এ পর্যন্ত ২১৩২২৭টি পরিবারকে ও আশ্রয়ণ প্রকল্প – ১ (১৯৯৭-২০০২) এর মাধ্যমে প্রায় ১.০৬ লাখ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

৮. প্রধানমন্ত্রী প্যারিস চুক্তির কঠোর বাস্তবায়নে 'জলবায়ু ন্যায়বিচার' ধারণাটি উদ্ভাবন করেছেন।

৯. ২০১৮ সালে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা – ২১০০ প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে (২০১৮-২০৩০) ৮০টি প্রকল্প নিয়েছে।

গোল – ১৪: জলজ জীবন

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২. ২০১৫ সালের মধ্যে সামুদ্রিক দূষণ বন্ধ করা।

৩. ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ২০ শতাংশ সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৪ জলজ জীবন

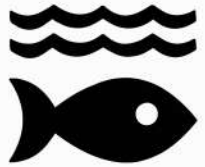

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. বঙ্গোপসাগরে Swatch of no Ground এর চারপাশের চারটি অঞ্চলকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত/সুরক্ষিত অঞ্চল (Marine Protected Area) ঘোষণা করা হয়েছে।

২. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়।

SDGs: Bangladesh Progress Report – 2020 অনুযায়ী বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকার ২.০৫% সংরক্ষিত এলাকা আছে।

৩. Blue Economy-র টেকসই ভোগে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

গোল – ১৫: স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, মরুকরণ, ভূমি ক্ষয়রোধ ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

লক্ষ্যমাত্রা:

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ১৮(ক) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়।

২. ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন।

৩. SDG goal অনুসারে, ২০২০ সালের মধ্যে ২০% বনভূমি স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল, বর্তমানে আছে ১৭%।

৪. ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা হয়েছে।

৫. সংরক্ষিত অরণ্যে গাছ কাটার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ২০২২ সাল অবধি বাড়ানো হয়েছিল।

গোল – ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা, ন্যায় বিচারের পথ সুগম ও সকল স্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন।

লক্ষ্যমাত্রা:

১. শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, ন্যায়বিচার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

- ✓ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য ২০০৭ সালে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ' সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে করা হয়েছে।
- ✓ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ✓ প্রতি লাখে ২০১৫ সালে মানবপাচারের শিকার হয়েছিল ০.৮৭ যা ২০২০ সালে হ্রাস পেয়ে ০.৬১ এ দাঁড়িয়েছে।
- ✓ সরকার আটক অবস্থায় নির্যাতন ও মৃত্যুরোধ আইন ২০১৩ পাশ করেছে।
- ✓ বিভিন্ন স্বাধীন কমিশন (দুদক, তথ্য কমিশন) ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার কাজ করছে।

গোল – ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ।

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

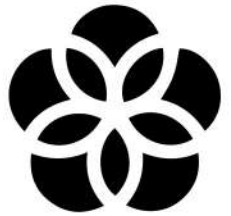

লক্ষ্যমাত্রা:

১. বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য উপায় নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে স্থিতিশীলতা আনায়ন।

বাংলাদেশের উদ্যোগ/অগ্রগতি:

১. বাংলাদেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে এসডিজি বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

২. বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে। যেমন: NDB, ASEAN. ইতোমধ্যে NDB এর সদস্য হয়েছে।

৩. যদিও এই গোলটি প্রধানত উন্নত দেশসমূহের জন্য, তথাপি বাংলাদেশ BIMSTEC, SAARC, BBIN, D-8, CIRDAP সহ বিশ্বের নানান প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের চারটি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত লুইস ফারনান্দো কারিরা ক্যাস্ট্রো। লুইস ফারনান্দো কারিরা ক্যাস্ট্রো বলেন, "এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে শক্তিশালী সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা। এগুলো মোকাবিলা করা গেলে এসডিজির বাস্তবায়ন সম্ভব।"

এছাড়াও যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে –

- টেকসই কৃষি উৎপাদনশীল প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধা মোকাবিলা করা।
- ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর ও টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা।
- করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির গতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
- জেন্ডার সমতা ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রসার ও জেন্ডার ভায়োলেন্স কমিয়ে আনা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও কম কার্বন নিঃসরণকারী ও জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল উপায়সমূহ অবলম্বন করা।

উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অবদান

১. **UNDP এর ভূমিকা:** এসডিজি বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে ইউএনডিপি। দারিদ্র্য নিরসন, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণসহ ১৭টি অভীষ্ট অর্জনে ইউএনডিপি দেশসমূহকে নানান সম্পদ ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করছে।

২. **সরকারি খাতের ভূমিকা:** বাংলাদেশে এসডিজির অর্থায়নের ৩৪ শতাংশই আসে সরকারি খাত হতে। এছাড়াও সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে Annuual Performance Agreement (APA) তে এসডিজির অভীষ্টগুলো অন্তর্ভুক্ত এবং এসডিজি ওরিয়েন্টেড বাজেট তৈরি করছে।

৩. **বেসরকারি খাতের ভূমিকা:** বেসরকারি খাতসমূহ সরকারি খাতের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে এসডিজি অর্থায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট অবদান ৪২ শতাংশ।

৪. **এনজিওর ভূমিকা:** এনজিওসমূহ এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও এসডিজি

অর্থায়ন

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ উৎস	বাহ্যিক উৎস
২০১৭-২০২০	১০৭.৭২ বিলিয়ন ডলার	২২ বিলিয়ন ডলার
২০২১-২০২৫	২৫৭.৪৯ বিলিয়ন ডলার	৪৯ বিলিয়ন ডলার
২০২৬-২০৩০	৪৩০.৮৭ বিলিয়ন ডলার	৬৭ বিলিয়ন ডলার
মোট (২০১৭-২০৩০)	৭৯৬ বিলিয়ন ডলার (মোট অর্থায়নের ৮৫.১১%)	১৩২ বিলিয়ন ডলার (মোট অর্থায়নের ১৪.৮৯%)

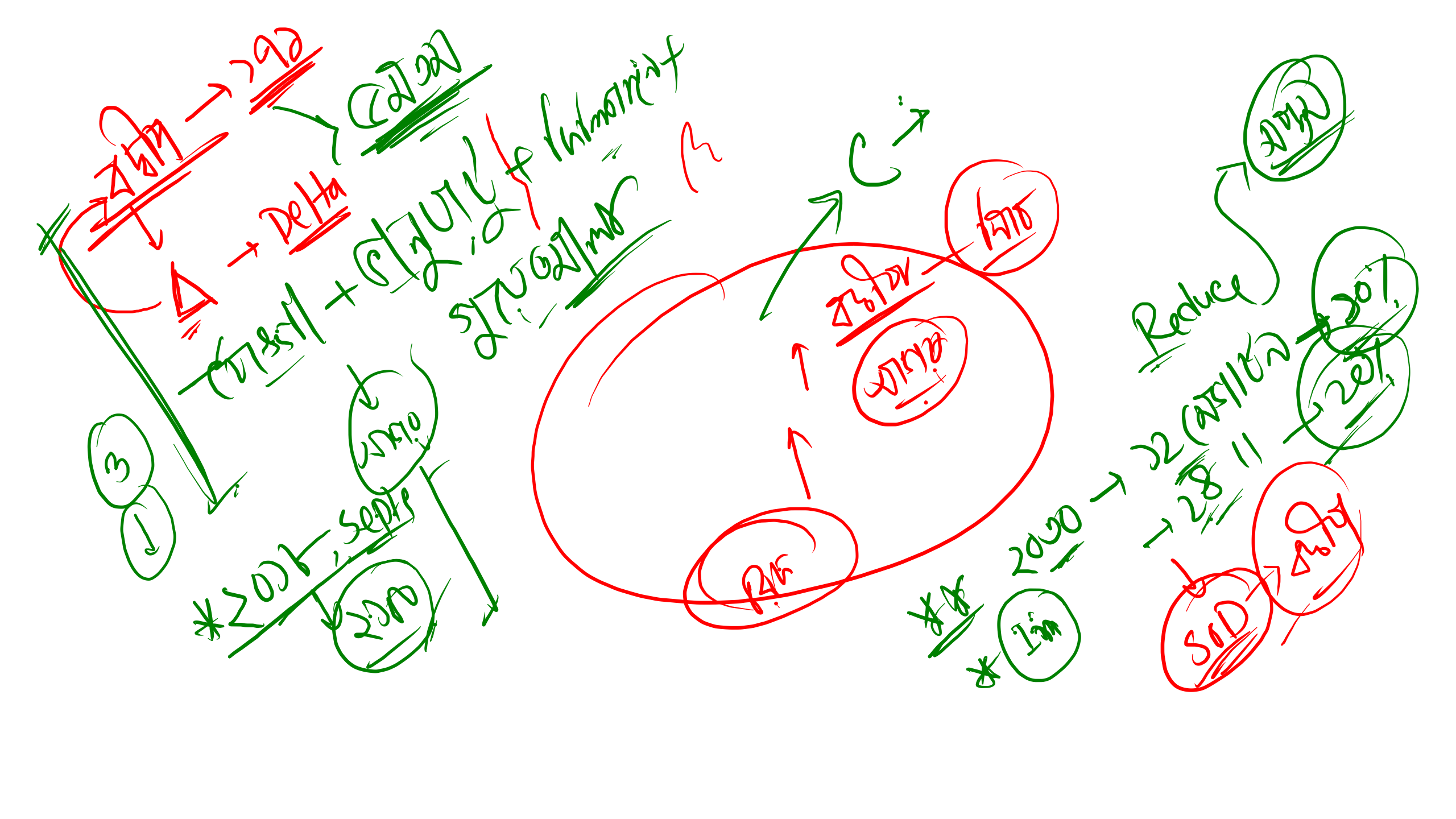

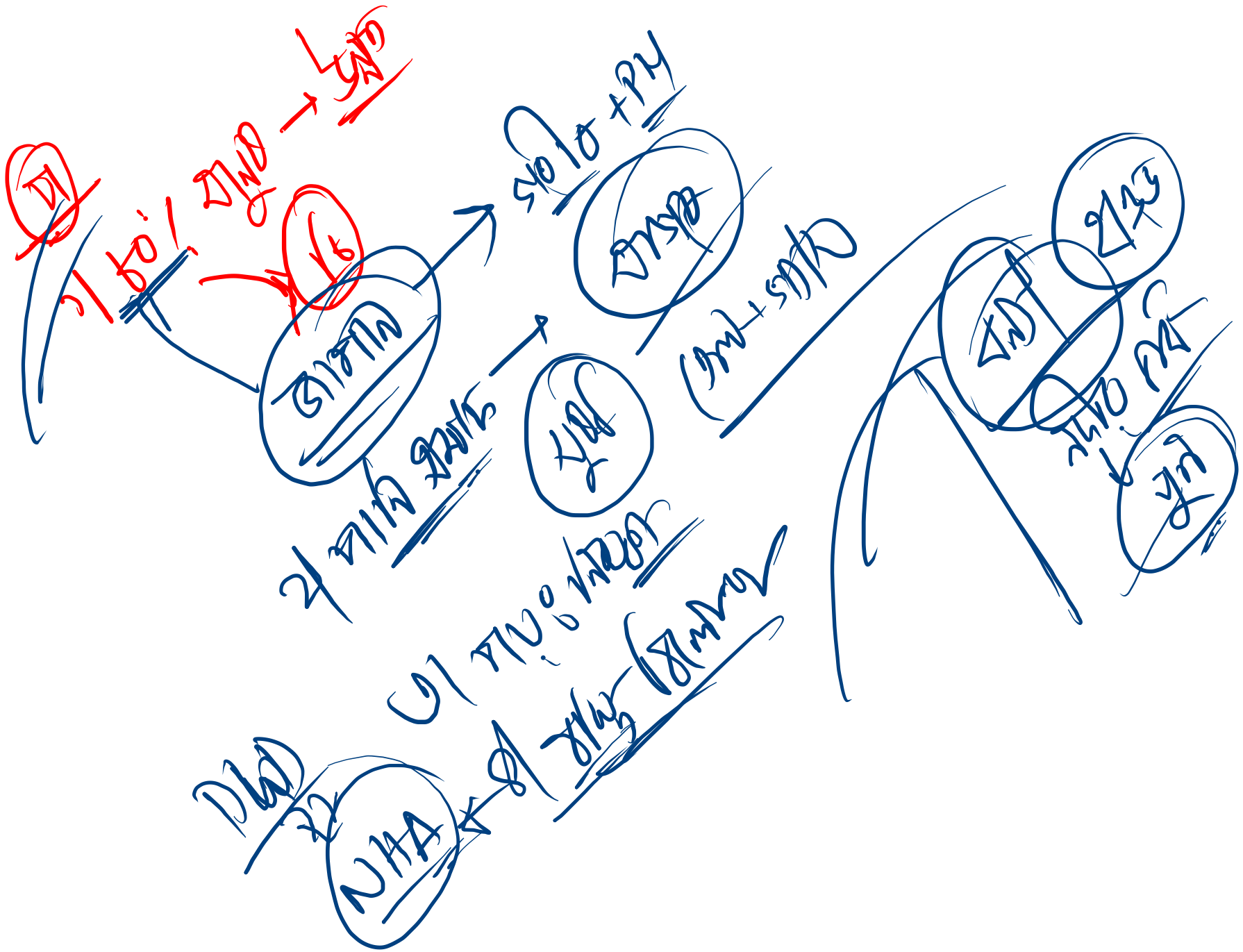

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণীত হয়েছে। ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনাটির অনুমোদন দেওয়া হয়। নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের সহায়তায় পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এটি বাস্তবায়ন করেছে। এই মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার যা GDP এর ২.৫ শতাংশ।

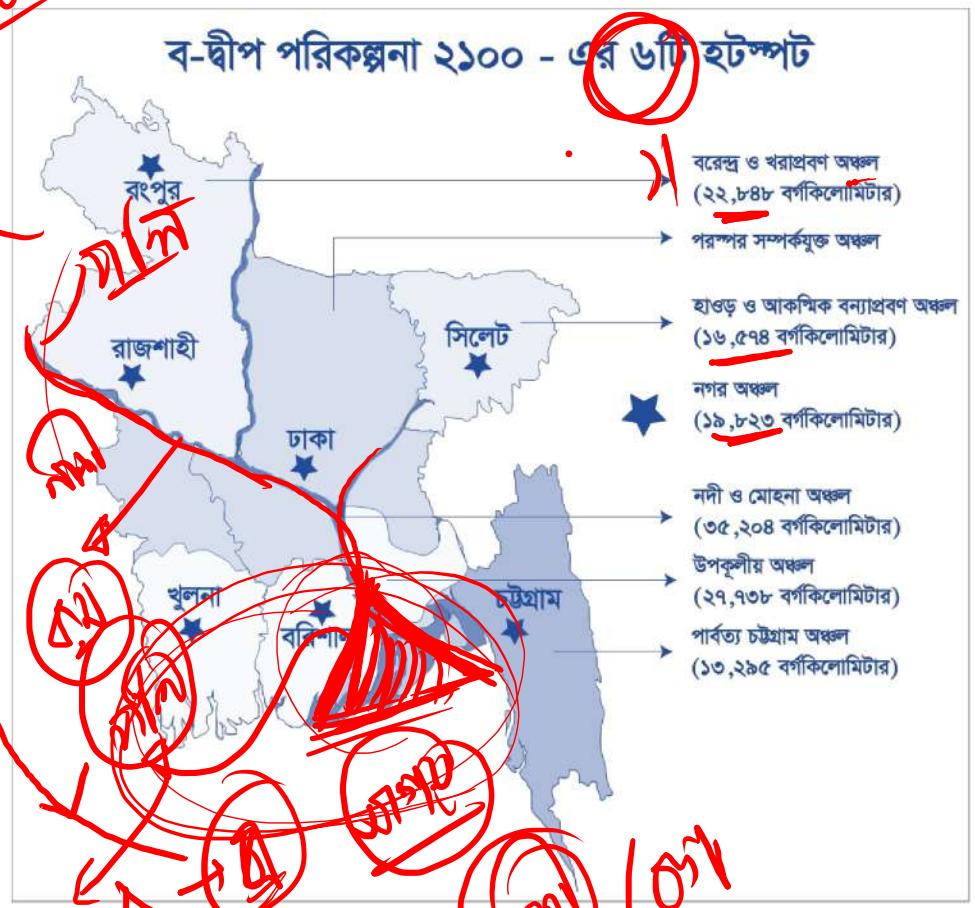

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

৬টি হটস্পট ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি

- ০১। উপকূলীয় অঞ্চল
- ০২। বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল
- ০৩। হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চল
- ০৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল
- ০৫। নদী অঞ্চল ও মোহনা
- ০৬। নগরাঞ্চল

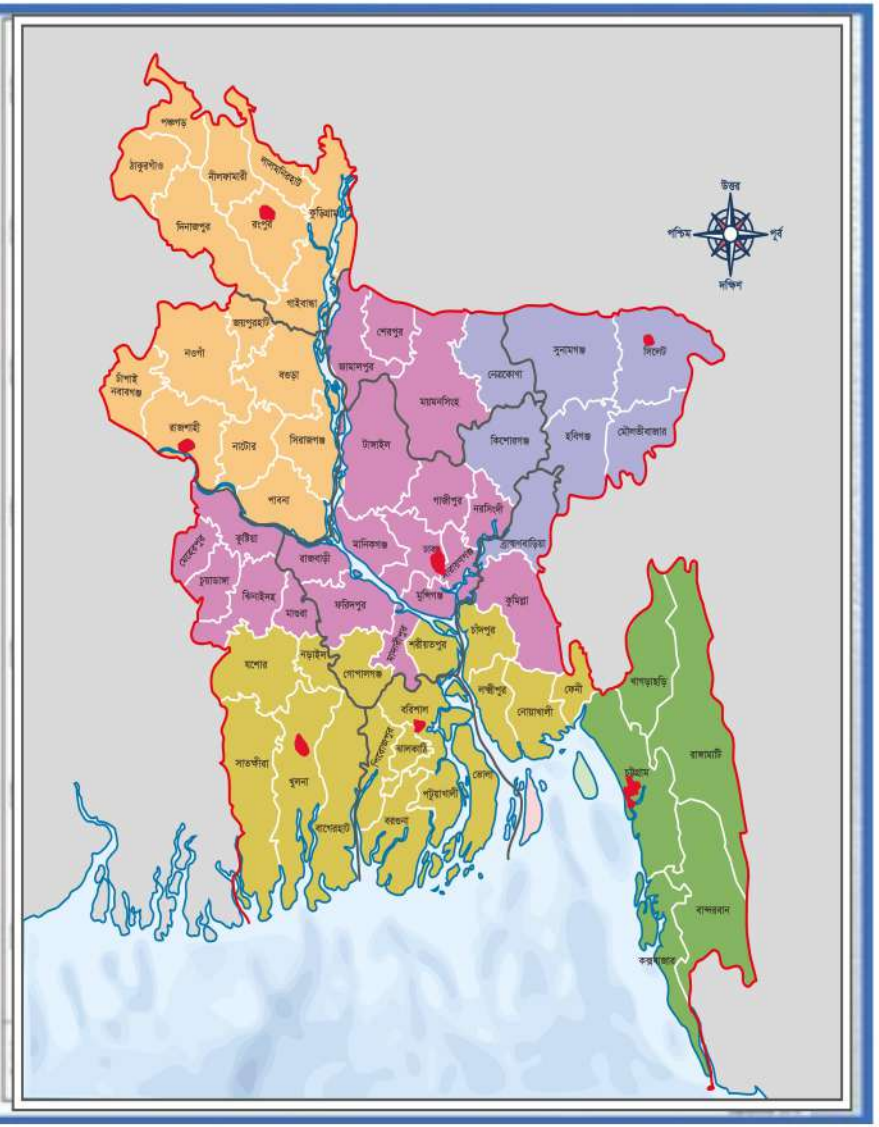

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

অঞ্চলভেদে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণ ঝুঁকি চিহ্নিত করার মাধ্যমে দেশের ৫৮ জেলাকে মোট ছয়টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে। ছয়টি জেলাকে অবস্থানগত কারণে তুলনামূলকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিমুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে হটস্পটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছয়টি হটস্পট, হটস্পটে অন্তর্ভুক্ত জেলার সংখ্যা এবং আয়তন নিম্নরূপ :

হটস্পট	জেলার সংখ্যা	আয়তন (বর্গ কি.মি)
১. উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	২৭,৭৩৮
২. বরেন্দ্র এবং খরা প্রবণ অঞ্চল	১৮	২২,৮৪৮
৩. হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল	৭	১৬,৫৭৪
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩	১৩,২৯৫
৫. নদী অঞ্চল এবং মোহনা	২৯	৩৫,২০৪
৬. নগর এলাকাসমূহ	৭	১৯,৮২৩

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

❖ হাইড্রোলজিক্যাল কারণে কয়েকটি জেলাকে একাধিক হটস্পটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

➲ **ব-দ্বীপ পরিকল্পনার রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও অভীষ্ট :** বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে প্রাথমিকভাবে একুশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ ব-দ্বীপের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বিস্তারিত রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে একটি সমন্বিত বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্প চিত্রিত হয়েছে যা নিম্নরূপ :

➲ **রূপকল্প :** "নিরাপদ জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা "

➲ **অভিলক্ষ্য :** দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল কার্যকরী কৌশল অবলম্বন এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলা করা।

➲ **অভীষ্ট বা লক্ষ্য :** ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় উচ্চতর পর্যায়ে তিনটি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট বা লক্ষ্য নিরূপণ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

ক. উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট :

১. ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ

২. ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং

৩. ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

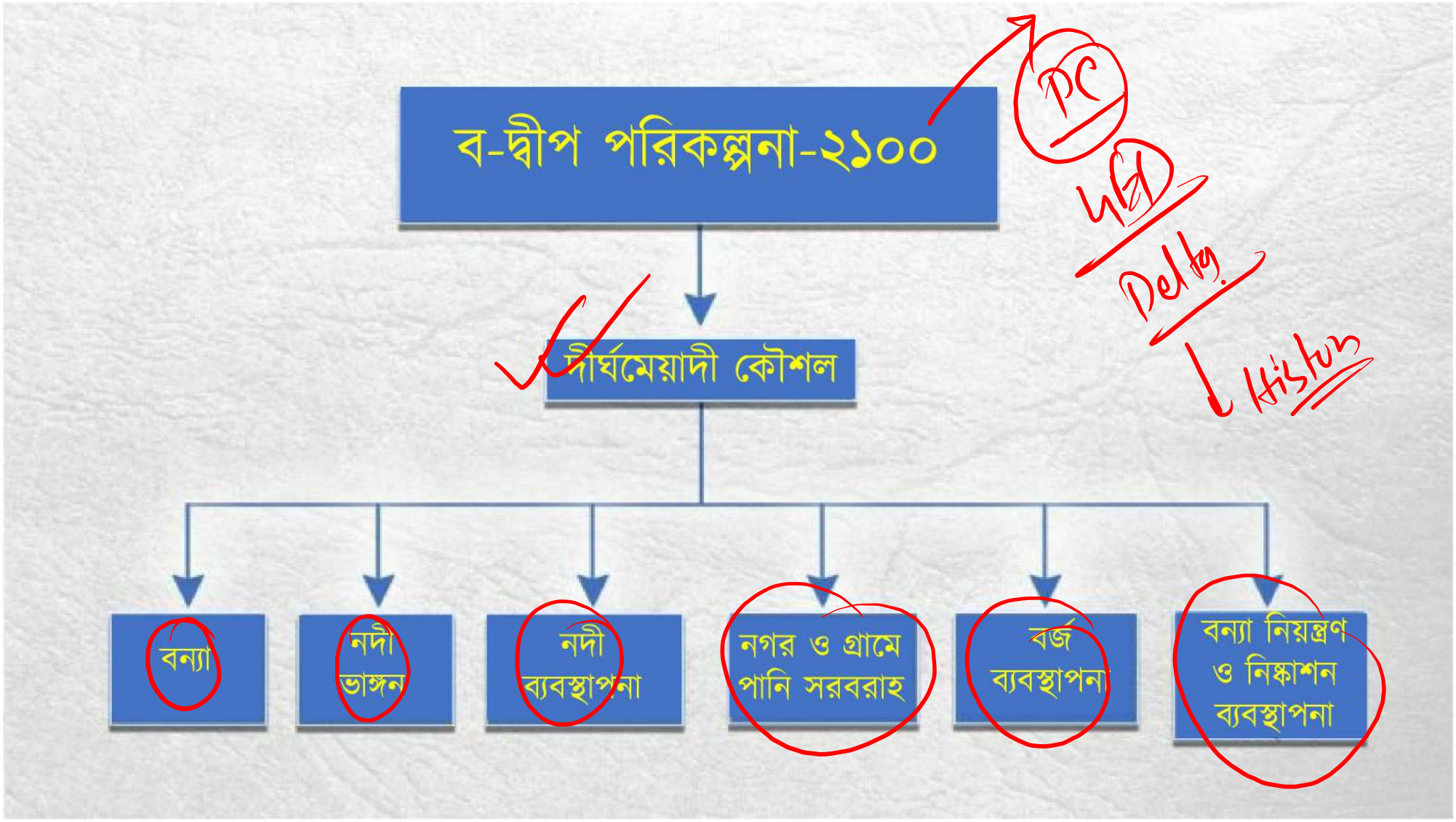
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০
দীর্ঘমেয়াদী কৌশল
বন্যা
নদী ভাঙ্গন
নদী ব্যবস্থাপনা
নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ
বর্জ ব্যবস্থাপনা
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

খ. ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ :

১. বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২. পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা

৩. সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

৪. জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা

৫. আন্তঃ ও আন্তঃদেশিয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, এবং

৬. ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ডেল্টা চ্যালেঞ্জসমূহ

➲ পরিকল্পনার বিনিয়োগ ব্যয় ও অর্থায়ন :

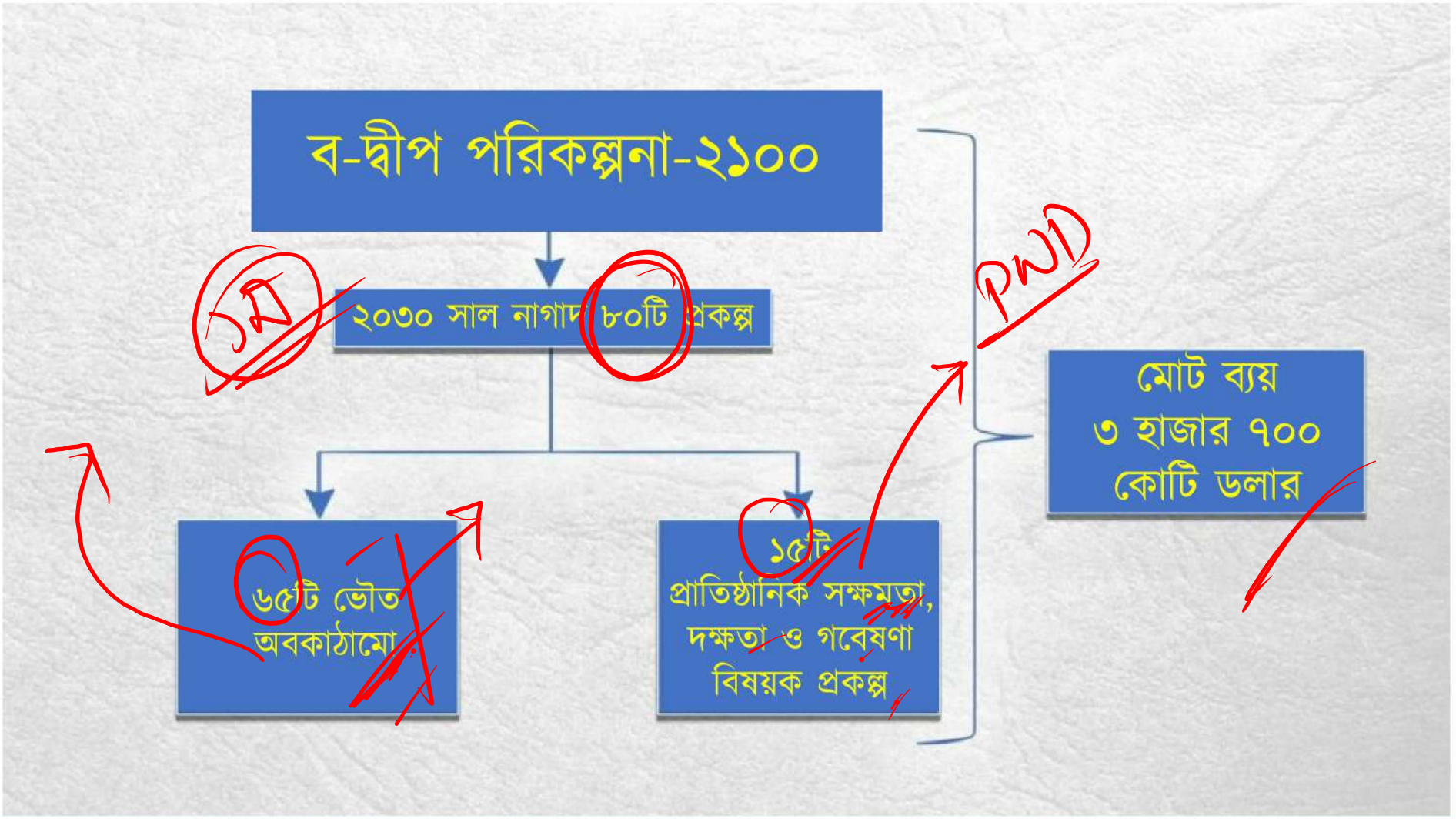

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর কৌশলসমূহ

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- (ক) 'ভিশন ২০৪১' কী? [৪৩তম বিসিএস]
  (খ) 'ভিশন ২০৪১' অর্জনের জন্য সরকারের গৃহীত প্রধান প্রধান পদক্ষেপ কী কী? [৪৩তম বিসিএস]
- 'টেকসই উন্নয়ন'-এর ধারণাটি ব্যাখ্যা করে বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এর গুরুত্ব ও উপায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশের জন্য এ যাবত গৃহীত কৌশল ও নীতিসমূহের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
- বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোপ্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন। [৩৪তম বিসিএস]
- টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নে অন্তরায়গুলো কী কী? [৩৩তম বিসিএস]
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বলতে কী বোঝেন? নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ কী কী এবং তা অর্জনে বাংলাদেশের অনুসৃত কৌশল ও অর্জিত সাফল্যসমূহ আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

❑ টীকাসমূহ:

- ভিশন ২০৪১ [৪৪তম বিসিএস]
- ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা [৩১তম বিসিএস]
- জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহি কমিটি (ECNEC). [৩০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করুন । [২৩তম বিসিএস]
- কুমিল্লা মডেল [১৭তম বিসিএস]
- ই.সি.এন.ই.সি [১৩তম বিসিএস]
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য [২৮তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy